স্বামী লিটনের এসিড নিক্ষেপে মনজিলা খাতুন সাথী এসিডদগ্ধ হবার অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন

অধিকার

৯ জুলাই ২০১১ তারিখ শনিবার সন্ধ্যা আনুমানিক ৭.৩০ টায় সাতক্ষীরা শহরের পুলিশ লাইন এলাকায় চাঁদকাঠি গ্রামের কাদের আলী ও খোদেজা বেগমের ছেলে লিটন তার স্ত্রী ইটাগাছা এলাকার ইউনুস আলী ও মোছাঃ রোকেয়া খাতুনের মেয়ে মোছাঃ মনজিলা খাতুন সাথীকে (২০) এসিড ছুঁড়ে তাঁর মুখ, গলা ও বুক ঝলসে দেয় বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। এসিড আক্রান্ত মনজিলা খাতুনের চিৎকার শুনে স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে তাঁর ক্ষত স্থানে পানি ঢালে এবং সঙ্গে সঙ্গে সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করে। হাসপাতালে মনজিলাকে ৫ দিন ধরে জরুরী চিকিৎসা দেয়া হয়। এরপর সাতক্ষীরায় এসিড আক্রান্ত রোগীর জন্য উন্নত চিকিৎসা না থাকায় ঢাকার এসিড সারভাইভারর্স ফাউন্ডেশনে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ১২ দিন ধরে চিকিৎসার পর বর্তমানে মনজিলা ইটাগাছায় তাঁর বাবার বাড়ীতে অবস্থান করছেন। মনজিলার মা মোছাঃ রোকেয়া খাতুন বাদী হয়ে মোঃ লিটনকে আসামী করে সাতক্ষীরা সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলা নং-৪২, তারিখ ১০/০৭/১১। ধারাঃ এসিড দমন আইন ২০০২-এর ৫(খ) । মামলাটি বর্তমানে সাতক্ষীরার সদর থানার এসআই মাহবুবুর রহমানের অধীনে তদন্তাধীন আছে। লিটন এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার হয় নাই যদিও সে তার বাড়ীতে অবস্থান করছে বলে জানা গেছে।

এসিডে আক্রান্ত মোছাঃ মনজিলা খাতুন সাথী

অধিকার ঘটনাটির তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে-

- এসিড ভিক্টিম মোছাঃ মনজিলা খাতুন সাথী
- মনজিলার মা মোছাঃ রোকেয়া খাতুন
- অভিযুক্ত এসিড নিক্ষেপকারী লিটন
- লিটনের চাচা আব্দুল খালেক
- সদর হাসপাতালের ডাক্তার সুমন কুমার দাশ
- স্বদেশ নামক এনজিওর পরিচালক মাধব দত্ত।
- সাতক্ষীরা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি)
- মামলা সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তা এস আই মাহবুবুর রহমান

এসিড ভিক্টিম মোছাঃ মনজিলা খাতুন সাথী (২০)

মোছাঃ মনজিলা খাতুন সাথী অধিকারকে বলেন, লিটনের সাথে তাঁর দীর্ঘ ৫ বছরের প্রেম ছিল। বিয়ে করার কথা বলে তাঁকে ভৈরবে নিয়ে জোর করে আটকে রেখে ধর্ষণ করে লিটন। অবশেষে লিটনের দুলাভাই আব্দুল ওহাবের মধ্যস্থতায় লিটন বিয়ে করবে বলে সাতক্ষীরায় নিয়ে আসে। সাতক্ষীরায় আসার পরে লিটন বিয়ে করতে রাজী না হওয়ায় মনজিলা বাধ্য হয়ে লিটনের বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা করে। ফলে লিটন মনজিলাকে ১৭ মার্চ ২০১০ তারিখে বিয়ে করতে বাধ্য হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রি বহি নং- এ(১০), পৃষ্ঠা নং-৬৪। বিয়ের পর লিটন মনজিলাকে তার বাড়ীতে তুলে না নেয়ায় মনজিলা তার বাবার বাড়ীতেই অবস্থান করতে থাকেন। লিটন মনজিলাকে ধর্ষণের মামলাটি তুলে নিতে বলে এবং মনজিলা মামলাটি তুলে নেয়। মামলাটি তুলে নেবার পর থেকেই লিটন মনজিলাকে তাঁর বাবার বাড়ীতে এসে প্রায়ই মারধর করতে থাকে এবং এর কিছুদিন পর লিটন মনজিলার বাবার বাড়ি আসা ও ভরণ পোষণ দেয়াও বন্ধ করে দেয়। ২৯ নভেম্বর ২০১০ তারিখে মনজিলা তাঁর দুই বোনকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর শ্বশুরবাড়ি যান যেখানে লিটন বসবাস করতো। সেখানে মনজিলার শাশুড়ি মনজিলা ও তাঁর দুই বোনের সঙ্গে খুব অভদ্র আচরণ করে এবং লিটন মনজিলাকে দা দিয়ে মাথায় আঘাত করে। ফলে মনজিলা সাতক্ষীরা আদালতে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর ১১(গ)/৩০ ধারা, যৌতুক এর জন্য আঘাত এবং সহায়তা করার অপরাধে লিটন, লিটনের মা মোছাঃ খোদেজা বেগম ও লিটনের বোন রোজিনা খাতুন এর বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন। দায়ের আঘাতে আহত হয়ে মনজিলা যখন সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালে ভর্তি হন, তখন মনজিলা জানতে পারেন ২৫ নভেম্বর ২০১০ তারিখে লিটন আবার বিয়ে করেছে। পরবর্তীতে সুস্থ হয়ে মনজিলা লিটনের নতুন বউকে মোবাইল ফোনে লিটনের নির্যাতনের কথা জানালে লিটন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

৯ জুলাই ২০১১ তারিখে সন্ধ্যা আনুমানিক ৬.৫০ টায় লিটন মনজিলাকে মোবাইল ফোনে সাতক্ষীরার রসুলপুর পুলিশ লাইনের কাছাকাছি এলাকায় দেখা করতে আসতে বলে। মনজিলা সাতক্ষীরার রসুলপুর পুলিশ লাইনের সামনের রাস্তায় গেলে লিটন তাঁর মুখের বাম দিকে এসিড নিক্ষেপ করে এবং দ্রুত সেখান থেকে পালিয়ে যায়। মনজিলার চিৎকারে আশপাশের লোকজন এসে তাঁর মুখে প্রচুর পানি ঢালে এবং ভ্যান যোগে তাঁকে সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালে নিয়ে যায় । সদর হাসপাতালে ৫ দিন চিকিৎসার পর সেখানে উন্নত চিকিৎসা না থাকায় স্বদেশ নামক একটি এনজিওর মাধ্যমে ঢাকার বনানীতে অবস্থিত এসিড সারভাইভারর্স ফাউন্ডেশন এ মনজিলাকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মনজিলা ১২ দিন চিকিৎসা নেওয়ার পর বাড়িতে ফিরে আসেন। মনজিলা বলেন, ঢাকার চিকিৎসক তাঁকে কিছুদিন পর আবারও চিকিৎসা নিতে হবে বলে জানিয়েছেন। মনজিলার মুখের বামদিক, গলা এবং বুকের ডানদিক এসিডে ঝলসে গেছে।

মনজিলার মা মোছাঃ রোকেয়া খাতুন (৫০)

মোছাঃ রোকেয়া খাতুন অধিকারকে বলেন, ১৭ মার্চ ২০১০ তারিখে তালা উপজেলার চাঁদকাঠি গ্রামের আব্দুল কাদেরের পুত্র লিটন (২৬)-এর সঙ্গে মনজিলার বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই লিটন যৌতুকের জন্য ও অন্যান্য কারণে মনজিলাকে মারধর করত এবং গত ২৯ নভেম্বর ২০১০ তারিখে মনজিলা লিটনের বাড়ী গেলে লিটন তাঁকে দা দিয়ে আঘাত করে আহত করে ও বাড়ী থেকে বের করে দেয়। লিটনের মা-বাবা পুনরায় মনজিলার অনুমতি ছাড়াই লিনটকে অন্যত্র বিয়ে দেয়। মনজিলা লিটনের বিরুদ্ধে মামলা করার সিদ্ধান্ত নিলে মনজিলার উপরে লিটন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং ভয়-ভীতি দেখায়।

৯ জুলাই ২০১১ তারিখে সন্ধ্যা আনুমানিক ৬.৫০ টায় লিটন মনজিলার মোবাইলে ফোন করে এবং মনজিলাকে সাতক্ষীরার রসুলপুর পুলিশ লাইনের সামনে আসতে বলে। সেখানে যাওয়ার পর লিটন মনজিলার মুখের বাম পাশে এসিড ছুঁড়ে মেরে দৌড়ে পালিয়ে যায়। মনজিলার মুখ, গলা ও বুক এসিডে ঝলসে যায়। মনজিলার চিৎকারে স্থানীয় লোকজন ছুটে এসে তাঁকে উদ্ধার করে সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করে।

রবিউল ইসলাম (মামলার সাক্ষী),সাংবাদিক, যায় যায় দিন পত্রিকা

সাংবাদিক রবিউল ইসলাম অধিকারকে বলেন, যখন এসিড নিক্ষেপের ঘটনাটি ঘটে তখন তিনি সাতক্ষীরা প্রেস ক্লাবে ছিলেন। ঘটনাটি সম্পর্কে মোবাইল ফোনে জানতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে তিনি মনজিলাকে দেখতে সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালে যান। মনজিলা তখন মারাত্মকভাবে এসিড দগ্ধ ছিল এবং তাঁর ক্ষত স্থানে পানি ঢালা হচ্ছিল।

অভিযুক্ত এসিড নিক্ষেপকারী লিটন

অধিকারের তথ্যানুসন্ধানকারীরা যখন লিটনের বাড়ী যায় তখন পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে বাড়ীর সবাই আত্মগোপন করে । তথ্যানুসন্ধানকারীরা অনুমান করতে পারেন যে লিটনের বাসার সবাই আশেপাশেই আছে, তখন প্রতিবেশীদের সহায়তায় যোগাযোগ করলে প্রথমে লিটনের বড় চাচা, এরপর মা এবং সবশেষে লিটন তথ্যানুসন্ধানকারীদের সামনে আসে। লিটন মনজিলার সঙ্গে বিয়ের কথা এবং মামলার কথা স্বীকার করে কিন্তু এসিড নিক্ষেপের কথা অস্বীকার করেছে। লিটন বলে, ৯ জুলাই ২০১১ তারিখে সে দুপুর পর্যন্ত তার হলুদের ক্ষেত পরিষ্কার করছিল।

লিটনের বড় চাচা আব্দুল খালেক

লিটনের বড় চাচা আব্দুল খালেক অধিকারকে বলেন, ৯ জুলাই ২০১১ তারিখে লিটন মনজিলাকে এসিড মারেনি। সকাল থেকেই বাড়ীতে মিস্ত্রি ঢালাইয়ের কাজ করছিল। লিটন সাহায্যকারী হিসেবে বাড়ীতেই ছিল। তিনি আরো বলেন, লিটন মনজিলাকে ২৪ নভেম্বর ২০১০ তারিখে তালাকনামা পাঠিয়েছে।

সদর হাসপাতালের ডাঃ সুমন কুমার দাশ

সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালের ডাঃ সুমন কুমার দাশ অধিকারকে বলেন, এসিডে আক্রান্ত মনজিলা খাতুনকে ৯ জুলাই ২০১১ তারিখ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয় এবং সদর হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসা না থাকায় ঢাকার এসিড সারভাইভারর্স ফাউন্ডেশনে তাঁকে পাঠানো হয়।

স্বদেশ এনজিওর পরিচালক মাধব দত্ত

মাধব দত্ত অধিকারকে বলেন, তিনি স্বদেশ এনজিওর মাধ্যমে মনজিলাকে সাতক্ষীরা সদর হাসপাতাল থেকে ঢাকার এসিড সারভাইভারর্স ফাউন্ডেশনে নিয়ে ভর্তি করান এবং তিনি আরো বলেন মনজিলার মুখে যে ক্ষত হয়েছে তা এসিড আক্রমণের কারণে হয়েছে ।

সাতক্ষীরা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ শাহাজাহান খান

ওসি শাহাজাহান খান অধিকারকে বলেন, আমরা বাদীর লিখিত অভিযোগ পেয়ে থানায় এসিড দমন আইন ২০০২ এর ৫(খ) এসিড নিক্ষেপ করে আহত করার অপরাধে মামলা গ্রহণ করি । মামলাটি প্রথমে এসআই বোরহানের উপর তদন্তের দায়িত্ব দেয়া হয়। পরবর্তীতে এসআই মাহবুবুর রহমানকে তদন্তের দায়িত্ব দেয়া হয়। মামলাটি তদন্তাধীন আছে।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সাতক্ষীরা সদর থানার এসআই মাহবুবুর রহমান

সাতক্ষীরা সদর থানার এসআই মাহবুবুর রহমান অধিকারকে বলেন, সাতক্ষীরা পৌরসভার রসুলপুর পুলিশ লাইনের সামনে রাস্তার উপর মনজিলা খাতুনকে তাঁর স্বামী লিটন এসিড মারার ঘটনায় মনজিলার মা বাদী হয়ে সাতক্ষীরা সদর থানায় ১০ জুলাই ২০১১ তারিখ মামলা দায়ের করেন। মামলা নং- ৪২। ধারা - এসিড দমন আইন ২০০২ এর ৫(খ)। মামলার একমাত্র আসামী লিটনকে গ্রেফতারের জন্য তার বাড়ীতে অভিযান চালানো হয় কিন্তু লিটন পলাতক আছে। দুই মাসের মধ্যে মামলার তদন্ত প্রতিবেদন আদালতে প্রেরণ করা হবে। ৩১ জুলাই ২০১১ তারিখে সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালকে মনজিলার চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য বলা হয়েছে। এছাড়া মনজিলার এসিড আক্রান্ত হওয়ার সময় পরনের কাপড় চোপড় ঢাকার মহাখালীতে রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট পাওয়ার পরপরই খুবই দ্রুত এই মামলার তদন্ত কার্যক্রম শেষ করে চার্জশীট আদালতে প্রেরণ করা হবে।

অধিকারের তথ্যানুসন্ধান দল ৭ অগাস্ট ২০১১ তারিখে এস আই মাহবুবুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তাঁকে অবহিত করে যে, লিটন পলাতক নয় সে তার বাড়ীতেই অবস্থান করছে এবং এবং লিটনের সঙ্গে অধিকারের প্রতিনিধির কথা হয়েছে বলে জানান।

পরবর্তীতে অধিকারের প্রতিনিধি মামলার বিষয়ে খোঁজ নিলে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই মাহবুবুর রহমান জানান, লিটনের বাড়ী চাঁদকাঠি যা তালা থানার অর্ন্তভুক্ত তাই তিনি ৬ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখ তালা থানার ওসির কাছে রিকুইজিশন পত্র পাঠিয়েছেন।

অধিকারের বক্তব্য

তথ্যানুসন্ধানে দেখা যায়, লিটন মনজিলাকে ২৪ নভেম্বর ২০১০ তারিখ তালাকনামা পাঠিয়েছে এবং ২৫ নভেম্বর ২০১০ তারিখেই লিটন মনজিলার সঙ্গে তালাক কার্যকরী হওয়ার আগেই দ্বিতীয় বিয়ে করে ।

পুলিশ জানায় আসামী লিটন পলাতক রয়েছে। কিন্তু অধিকারের তথ্যানুসন্ধান দল ৬ অগাস্ট ২০১১ তারিখে লিটনের বাড়ীতে গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলে। তথ্যানুসন্ধানের সময় লিটন বলে, ঘটনার দিন সে দুপুর পর্যন্ত হলুদের ক্ষেত পরিষ্কার করছিল। অথচ লিটনের চাচা জানান, বাড়ীতে মিস্ত্রি ঢালাইয়ের কাজ করছিল এবং লিটন তাদের সাহায্যকারী হিসেবে বাড়ীতে ছিল। দুই জনের কথার মধ্যে ব্যাপক অমিল পরিলক্ষিত হয়।

অধিকার অভিযুক্ত লিটনকে অবিলম্বে গ্রেফতার করার ও মনজিলাকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দেয়ার জন্য সরকারের কাছে দাবী জানাচ্ছে।